CC-4. Topic - III.

আঞ্চলিকতাবাদ কাকে বলে? এর বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণনা কর।

আধুনিক বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্রিয় জাতি গঠনকারী পদ্ধতিতে গঠিত সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছে - আঞ্চলিকতাবাদ সেইরূপ এক নূতন রাজনৈতিক ধারণা, যা একুশ শতকেই হয়েই বিতর্কিত বিষয় হিসাবে, রাজনৈতিক ধারণা হিসাবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পন্ন রাজনৈতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হিসাবে,- বুদ্ধিজীবিদের লোকের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, সাধারণের কাছেও এর প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান, কারণ যে ভূখণ্ডটি বা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে তারা বসবাস করে- সেই ভূ-খণ্ডের প্রতি তাদের শাশ্বত বন্ধনকেই প্রতিফলিত করে আঞ্চলিকতাবাদ। এটিকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে- সমগ্র দেশের পরিবর্তে একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতি বা কখনো-কখনো বিশেষ ক্ষেত্রে; সাংবিধানিক একের পরিবর্তে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতি আবেগ সংযুক্তি বা আবেগদীপ্ত বন্ধনই হল আঞ্চলিকতাবাদ, এটি প্রায়ই একটি বিষয়- যা বিনা প্রশ্নেই স্থিতিশীল সমাজ ও রাজনীতির অভ্যন্তরে কম্পনের সৃষ্টি করে। তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে এটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য অঞ্চলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি ঘটায়, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে আঞ্চলিকতাবাদ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। একথা বিশেষকরে সত্য বলে প্রতিভাত হয় সেইসকল বিশাল ভূ-খণ্ড ও ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যেখানে প্রাকৃতিক ও জাতীয়সম্পদের অসম বণ্টন বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশের ভিন্ন-ভিন্ন প্রান্তে ঘটিয়ে বঞ্চিতদের মধ্যে গড়ে তোলে আঞ্চলিকতাবাদ, যা একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের স্বতন্ত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আবেগ ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। অঞ্চল সম্পর্কিত মতবাদ হিসাবে রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ অঞ্চলের ধারণার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। সমাজ-বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ অনুযায়ী অঞ্চল বলতে বোঝায়- ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের এমন একটি সমন্বয় বিশিষ্ট অঞ্চল যা প্রতিবেশী অঞ্চল হতে স্বতন্ত্র, জাতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল হওয়াসত্ত্বেও অঞ্চল তার নিজ প্রথা ও আদর্শ সম্পর্কে উগ্রসচেতন হবার ফলে তার অভ্যন্তরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয়- যা তাকে অন্যান্য অঞ্চল হতে স্বতন্ত্র করে রাখে, তার ফলেই জন্ম হয় আঞ্চলিকতাবাদের, যা একদিকে প্রাণ-দীপ্ত হিসাবে সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা আঞ্চলিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে, সেইরূপ ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অর্ন্তনিহিত অর্থ অন্যথায়

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে জাতীয়তাবাদের তিনটি দিক :- (১) ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক (২) সমাজ-সাংস্কৃতিক (৩) মনস্তাত্ত্বিক।

ভৌগোলিক বা অঞ্চল সম্বন্ধীয় দিক (Territorial Aspect):

মানুষ সামাজিক জীব হবার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ভৌগোলিকক্ষেত্রে বসবাস করে, অর্থাৎ সমাজ জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান 'শান্তি' হলো বসবাস দু-খণ্ডের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্তিকরণ আঞ্চলিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, যেখানে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষাকারী জনগণ হিসাবে ভাষা, আচার, জীবন যাপনের ধরন, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়তা তৈরি করে - এসকল ভূখণ্ডগত সম্প্রদায় যুক্তিসঙ্গত ও আবেগগত দিক দিয়ে মানুষ স্বীয় অস্তিত্বকে সুরক্ষিত মনে করে, রাজনৈতিক সংগঠনগুলি মূলত এই মিলনকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। অন্য ভূখণ্ডগত স্বার্থের সংরক্ষণে ও প্রতিনিধিত্বেই নিয়োজিত, ভূখণ্ডগত রাষ্ট্র - ভূখণ্ডগত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হওয়ার দরুন সেখানকার নাগরিক সাধারণ জনগণও এই প্রকার রাজনৈতিক তাগিদে ভূখণ্ডগত জীবও বটে। আধুনিক সমাজের শৃঙ্খলা, ভূমি প্রশাসন, নীতিনির্ধারণ, আর্থিক ব্যবস্থা সবই অভিন্নভাবে ভৌগোলিক অঞ্চলের সাথে, অনুরাষ্ট্রীয় স্তরে এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠন রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, আর জাতীয় স্তরে আঞ্চলিকতাবাদ প্রতি মূল আলোকপাত ঘটায়।

আঞ্চলিকতাবাদের অতীত ইতিহাসের সন্ধানে প্রাচীনকালে সমস্যা বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবর্তে আঞ্চলিকতাবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের প্রতীকী রূপ বিশাল আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে - এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ইতালীর ঐক্যের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে, ইংরেজ আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে ওঠে দেখা যায় ব্রিটেনের বিভিন্ন অংশে, বস্তুত আঞ্চলিকতাবাদকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি ভূখণ্ডগত বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

ক) এটি একদর্শী হিসাবে সমগ্র দেশে বিস্তৃত হয় না, অর্থাৎ-

খ) আঞ্চলিকতাবাদ অংশমাত্র, সমগ্র নয়; এবং গ) এটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই দীর্ঘ সময়ের নিরিখে পরিব্যাপ্ত।

সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় দিক (Socio-cultural Aspect):

সমাজবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ অনুযায়ী একটি অঞ্চল অপর অঞ্চল হতে স্বতন্ত্র শুধুমাত্র যে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও এর অন্যতম কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে, বিভিন্ন দেশে

* আঞ্চলিকতাবাদ দ্বারা বা ইতিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ।

সামাজিক আচরণের মূলবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চলের সুদীর্ঘ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস। অঞ্চল হিসাবে অঞ্চলের প্রতিবেশী অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীলতা অতীত হতে বর্তমানে ক্রিয়াশীল। তা সত্ত্বেও অঞ্চল প্রসঙ্গটি প্রায়ই কোন স্থির না থাকলেও স্পষ্ট ব্যক্ত যে নির্দিষ্ট কিছু উপাদান যথা- ভৌগোলিক স্থান ভিত্তিক, অতীত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বিন্যাস, স্থান আঞ্চলিক অর্থনীতি, গ শ্রেণীস্বার্থ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে, কিছু অঞ্চল বৈশিষ্ট্যের বিচ্ছিন্নতা কারণে দৃশ্যমান হয়। যেমন- যাকে বলা হয় উত্তর, বেলজিয়াম, সুইডেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, শ্রীলঙ্কা, স্পেন পর্তুগাল ইত্যাদি। রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যার দ্বারা প্রতিনিয়ত জর্জরিত। তার মূলে কৃষ্টিগত ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ভিত্তি বা পেশার বিভিন্নতা, ভাবাদর্শগত বিভিন্নতা ইত্যাদি। কিন্তু সেপক্ষে মূল কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক শোষণ যা চোরাস্রোতের ন্যায় এই রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে, আঞ্চলিক সমস্যার উৎসস্থলে নিত্যবহমান রয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক দিক (Psychological Aspect):-

আঞ্চলিকতাবাদ যখন ভৌগোলিক ও সমাজ সাংস্কৃতিক দিক থেকে দৃশ্যমান সম্ভব হয় তখনই আঞ্চলিকতাবাদের অন্তঃস্থলে অন্যান্য দিক হতে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সুদীর্ঘ ব্যক্তিপ্রক্রিয়ার ফলে। যা মানুষের মনোজগতে প্রভাব, যা 'আমরা' বোধ এর উদ্ভূতি এবং অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে, এ মনোভাব সম্পূর্ণই সমাজ অভ্যন্তরস্থ অঞ্চল প্রতিনিয়ত বর্ধনশীল 'সচেতনতা' সঞ্জাত যা বহির্বিশ্বের দ্বারা কোনপ্রকার আরোপিত নয়, কারণ এটাই যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সংজ্ঞাভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি এবং অপর সম্প্রদায় হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে, সমাজ রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিফলনে মনে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় বা গোষ্ঠীভিত্তিক সম্প্রদায়ের তুলনায় নির্দিষ্ট অঞ্চল মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রবল - এটাই হল মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা। যা অস্বীকার করা যায় না।

আঞ্চলিকতাবাদের অপর দুটি দিক হল অর্থনৈতিক অথবা ইতিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ, এবং নেতিবাচক বা লেভিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ। এক বিশেষ অঞ্চলের জনসাধারণ সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক দিক থেকে এবং অন্যান্য হলে সেখানে যে আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে ওঠে তা যদি মূল রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানায় তবে তাকে লেভিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ বলে। যেমন সুদানের অন্তর্ভুক্ত থেকে দক্ষিণ অঞ্চলভিত্তিক দাবী

এই প্রশ্ন উত্তরের : কুশল আঙ্গিকতা

আঙ্গিকতাবাদের উপাদানসমূহ :

আঙ্গিকতাবাদ একটি সুস্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তার বিষয় স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক বিপ্লবের এক অনুকূল পটভূমিতে আবির্ভূত হয়ে দুনিয়া গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলার মহা বৈপ্লবিক রাষ্ট্র পরিবর্তন কালীন সময়ে সংস্কৃতি ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পথ খুঁজে না পেয়ে কবি-সাহিত্যিকদের উদ্ভ্রান্ত, যুদ্ধপরবর্তী কাঠামো প্রস্তুতপর্বের পথে পা বাড়াবার পূর্বেই অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভব-বিকাশ, আধুনিকতা ও অগ্রগতির বৈপরীত্যের প্রভাবে বাংলার স্থানে-অস্থানে খুব ঘনীভূত উঠে এসেছে। যা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং খুব নিশ্চিত আঙ্গিকতাবাদের, - সামাজিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হিসাবে যা বিভিন্ন উপাদান যথা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, আর্থ ভূমিক (জনপদ-জনতি, ঋতু, লোক, বর্ণ), রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। এবং এ অঞ্চলের ভিন্নতর রূপ পরিস্ফুটকারী এসকল উপাদানগুলি পরস্পর দ্বারা বাহী ভাবে সমৃদ্ধ।

আঙ্গিকতাবাদের ভৌগোলিক উপাদান :-

মনুষ্য প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ যেই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই তার অস্তিত্ব সুরক্ষিত মনে করে- যেখানে সামাজিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে জীবনযাপনের ধরন, লোক, অভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামো ইত্যাদি সমরূপতা তৈরি করে, এরূপ মানবিকতার মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি অনস্বীকার্য, অপরিবর্তনীয় সত্যতা হতে উত্থিত হয়, এবং খুব দেশ আঙ্গিকতা বা স্থানিক ধর্মের যা আঙ্গিকতাবাদের উদ্ভব ও বিস্তারের অন্যতম বিভিন্ন হিসাবে ক্রিয়াশীল, ইকবাল নারায়ণের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর বাংলার রাজনৈতিক কালীন সময়ে [redacted] বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও আনুগত্যপ্রদান জনিত সমস্যা এবং দ্বন্দ্বের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে, একদিকে নবগঠিত রাজনৈতিক কাঠামো অপরদিকে ঐতিহ্যমণ্ডিত সাবেকী অবয়ব- দুইয়ের মধ্যে আনুগত্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোনটি শ্রেয় সেসম্পর্কে সাধারণ জনতার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী প্রশাসনিক কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন, স্বাধীনতাদীর্ঘ বাংলাদেশের সাবেক কাঠামোর প্রতি আবেগদীপ্ত বন্ধনের সুখস্মৃতি তাকে মোহাবিষ্ট পুরাতন কাঠামোর প্রতি আনুগত্য প্রদানেই প্রণোদিত করে চলেছে, আনুগত্য প্রদান জনিত এ সমস্যা কখনো-কখনো ঐক্য জাতীয় নেতৃত্বের ও

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1966 [illegible] [illegible]

[illegible]

অপর দিকে হলো তাত্ত্বিকভাবে যে দুর্বলতা দেখা গেছে, তাহলো অর্থনৈতিক দুর্বলতা থেকে বৈষম্য দেখা দেয়; বিশেষত শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী এবং দীর্ঘস্থায়ী বেকার যুবকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে সংশোধনবাদী প্রবণতা দেখা দেয়। তারা শ্রমিক ও সর্বহারা বিপ্লবের পরিবর্তে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক অর্থনৈতিক সাহায্যের দিকে বিশেষভাবে বয়কট করে। ফলে, তার ফলশ্রুতিতে আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে সংশোধনবাদ গড়ে উঠে। এই দুটি দিক মূলত আন্তর্জাতিক দলটি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করে দেখা যায় তারা শ্রমিক বা কৃষকের পরিবর্তে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব দলটি আন্দোলনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকী করতে সমস্যাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। সিনো-রুশ বিরোধ সৃষ্টিকে সফল করে মার্কসবাদীদের আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা যায়।

আন্তর্জাতিকতাবাদের সংগঠনিক ভিত্তি :-

দ্বিতীয় দুটি, যেমন, প্রথমটির ক্ষেত্রে যেমন সংগঠনিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা:.....

প্রাচীন যুগে বর্ণাশ্রম প্রথার ভেদ ভিত্তিকে ভেঙে যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছিল তা প্রত্যেকভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভবে দায়ী না হলেও ঐক্য আন্দোলনের প্রসারে আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভবে অন্যতম দায়ী থাকে, সাধারণ শ্রমিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সাথে আন্তর্জাতিক হোলকর্মীর বেকুবকিত্ব অবস্থাকে অবনতি করলে তার পরিণামে উদ্ভব হয়েছিল। কৃষকের অভিযোগ, অর্থনৈতিক শোষণ, সরকারের দীর্ঘস্থায়ী অবহেলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জাতিভিত্তিক আন্তর্জাতিক দলগুলো গড়ে উঠে। তাছাড়া জাতি রাষ্ট্রসমূহকে শোষণের হাত উঠছে। উদ্ভবের ক্ষেত্রে শ্রমিকের ঐক্যের ঐতিহ্যগত অবস্থান ও জাতিভিত্তিক বিভাগ অবস্থাকে দলিলের অংশকারে, গোষ্ঠিবদ্ধ করার বিষয়ে দায়িত্ব তোলে D.M.K এর আন্দোলন প্রকাশের সম্ভাবনা প্রমাণ করে যে প্রাচীন সময়ের জাতিগোষ্ঠীগুলো অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বেতন নামক বিচ্ছিন্নতাকে দীর্ঘ বলে করা ছিল।

বেতের মতো বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিতে অসংখ্য কৃষকদের অর্থনৈতিক দিক দরিদ্র অবস্থাকে ঐক্যের মধ্যে আন্দোলনকে সুবিধাহীন দ্বন্দ্ব পথে চালিত করে ও কর্মসংস্থান সংকোচনের আন্দোলনকে ঐক্যের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা সংগঠনের ভিত্তিতে ভেঙে দেয় "সার্বিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলি, স্বাধীনতাপূর্ব হল

ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন-সিয়াসেন্ট অঞ্চলের দাবী পাঞ্জাবী-কিংবা ছত্রাকের বাস্তবায়নের জন্য পৃথক রাজ্য দাবি করা, বিশেষ করে ১৯৭১ সালে অখণ্ডতা-বিচ্ছিন্ন পরিচয়, ভাষা ভিত্তিক পাঞ্জাবীরাই আন্দোলন করে। বাস্তবে সমস্যার যে প্রধান দিক তা হল পাঞ্জাবের কৃষিতে বিপ্লবের ফলে ধনী কৃষকদের উদ্ভব হওয়ায় তারা বেশী পরিমাণে ঋণ নেয়, ঋণের ভারে কৃষকরা জর্জরিত হয়ে পড়ে। এছাড়া সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ে, ফলে কৃষকরা বেকার হয়ে পড়ে। কৃষকদের এই অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আকালী দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল আন্দোলন গড়ে তোলে।

যোগাযোগ রক্ষাকারী স্বাধীন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে দেশের সংহতি অনুভূতিকে ক্ষুণ্ণ করার দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে (ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজনীতি), এবং তিনি ও স্বয়ংশাসন আন্তর্জাতিক আন্দোলনের উদ্ভবের (নৈতিক যোগসূত্র); পাকিস্তানের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল বলে, খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবীতে আন্দোলন, বেতার বিশ্বে ধর্মগুরুর ভূমিকা, ভিন্দ্রানওয়ালের ভূমিকা, শিখদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থনৈতিক সমস্যা, কৃষি ঋণ—এগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে সমাজে 'আমরা-তোমরা' মনোভাব তৈরি হয়েছে। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষাগত, ভাষাগত ও শিল্পের ক্ষেত্রে অনুন্নত অঞ্চলের বিশেষ করে উড়িষ্যা, বিহার অঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অতিরঞ্জিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিম্নবর্ণের অন্য ধর্মে দীক্ষিত করলে- সেই অঞ্চলের জনগণের মনে নিজ ধর্মে পতন ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, ফলে তারা মনে করে যে যদি বিয়াসবিয়া স্বাধীনতা দেওয়া হলে তাদের পেশাকে বেকার পরিকল্পনা করে তাদের পেশাকে উচ্চ, সংস্কৃতি, ধর্মকর্মে, পেশাকে সাথে একত্রিত হয়ে, জাতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েই পেশাকে উচ্চ, উন্নত, ধনী, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতি ও সামাজিক সংস্কারের ফলে মূলস্রোতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই নিম্নবর্ণের দ্বন্দ্ব দেখা, যার ফলে বুদ্ধিজীবিরা তাদের পেশাকে উচ্চ করে বিকশিত অর্থনীতি, অভিলাষ ইত্যাদির প্রতিকারে নিম্নবর্ণ সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে, এছাড়াও উপজাতিক আন্দোলনের উদাহরণ হলো জেলেখানা (অন্ধ্রপ্রদেশ), আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগা আন্দোলন, শুধু কাশ্মীর ছাড়া সেখানকার আন্দোলন ইত্যাদি।

আঞ্চলিকতাবাদের রাজনৈতিক উপাদান :-

আঞ্চলিকতাবাদের ভূমিকা যিনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানুষের একতা, ভ্রাতৃত্ব, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি কে প্রয়োগ করে আঞ্চলিক আন্দোলনের সম্পর্ক গড়ে ক) 'আমরা-তোমরা' সংস্কৃতি প্রচলিত হয়। আঞ্চলিক মতাদর্শ বিশ্বাসী আঞ্চলিক আন্দোলন গড়ে তোলে, পশ্চাদপদ অঞ্চলের বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার অভিযোগের ফলে উন্নত আন্দোলন শোষণ হয়। অর্থনৈতিক আন্দোলন

দলের নেতা সুভাষ ঘিসিং নাছিলেন আর্থ-পার্শ্বে পরিচিত গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সংগঠক। বর্তমানে তিনি সেখানকার অর্ধস্বায়ত্ত নেপালীদের অধিকার ও গোর্খা ভাষা বলুন দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত করছে, বস্তুত: প্রথমের সমস্ত আন্দোলনই মূলত বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজ বিশেষত্ব প্রদানের মাধ্যমে রাজনীতিকদের রাজনীতি জীবনে টিকে থাকার ও লক্ষ্যে চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে।

আঞ্চলিকতাবাদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট :-

ভারতের মতো সংঘবাদী সমাজে অসম অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে পশ্চাৎপদ, অবহেলিত জনসাধারণের মনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতির ফলে উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাভোগ, ও বিকীরণের এই সাম্রাজ্যবাদীতার বিরুদ্ধে যে ঈর্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা জন্মেছে এবং তারই ফলে প্রভাব রূপে আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদে ধনীরাজ্য অঞ্চলকে বঞ্চিত এবং জাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য অ সম্পদ সংরক্ষণের ফলে দুঃখভোগী অঞ্চলেরা যে ক্ষোভ জন্মে তা প্রকাশই আঞ্চলিক আন্দোলনের জন্মদাতা এবং আসামে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের ফলে সেখানে বঞ্চনার প্রতিবাদে ছাত্রদের আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, বিহার, উত্তর প্রদেশেও সমস্যা দেখা যায়, অর্থনৈতিক শোষণ, সম্পদ বণ্টনের ও ক্ষেত্রে অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এই আন্দোলনগুলি উত্তেজনা জ্বালাতে আলিঙ্গন বা উলফার ন্যায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়া দাবী জানায়নি, আঞ্চলিক স্বার্থপূরণই এদের লক্ষ্য, তাদের বিশেষ চাহিদা পূরণের সাংবিধানিক প্রতিকার, প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রতি আনুগত্যই এ আন্দোলনের চালক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

আঞ্চলিকতাবাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট :-

আঞ্চলিকতাবাদের সর্বশেষ প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণে বলা যায়ে মানুষের প্রকৃতি - সর্বদাই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির, তাই সে নিকটের সাথে আবার দূরের সাথেও সংযুক্ত থাকে এ কালের মতানুযায়ী মানুষ জাতীয় অর্থাৎ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের পরিবর্তে সর্বদাই আঞ্চলিক স্তরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে থাকেন, তাই জাতীয় সমস্যার পরিবর্তে আঞ্চলিক সমস্যার প্রতিই মানুষ বেশী মনোযোগ দান করে থাকেন, সাধারণ মানুষকে এই মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা আঞ্চলিক সমস্যাকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরে গড়ে তোলেন আঞ্চলিক আন্দোলন। আঞ্চলিকতাবাদী উত্তেজনা দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক আবেগ শোষণ এবং যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার মূলত এই মানুষকেই অপরিসীম

আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ সমূহ :-

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তনকারী 'আঞ্চলিকতাবাদ' এই বিশাল বিষয়াদেশটির রাজনৈতিক চিন্তনকে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথ ধরে যে সকল প্রকারভেদে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হল,

ভৌগোলিক অঞ্চলের নিরিখে আঞ্চলিকতাবাদের স্বরূপ :

আঞ্চলিকতাবাদ কখনোই সমগ্র রাজনৈতিক প্রকল্পের নয়, এটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বার্থেই প্রতিনিধিত্ব করে। যদি রাষ্ট্রকে একক হিসাবে ধরা হয় তবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক প্রকল্পের আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,-

① সীমানা অতিক্রমকারী আঞ্চলিকতাবাদ :-

নিজ অঞ্চলের প্রতিই এই প্রকারের আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে ওঠার কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নীতির বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন রাজ্য একত্র হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে তখনই এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ উদ্ভব হয়, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ডঃ কৃষ্ণ পূর্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে রাজ্য তালিকায় অধিক অধিকার ও ক্ষমতা প্রদানের দাবীতে যে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল তা নির্দিষ্ট রাজ্যের সীমানা অতিক্রমকরে অপর রাজ্যকেও স্পর্শ করেছিল। বস্তুত: যখন কোন রাজ্যের অধিবাসী নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে নিজরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অপর রাজ্যের বিষয়ে পরিণত করে তখনই উদ্ভব হয় সীমানা অতিক্রমকারী আঞ্চলিকতাবাদ। এই আঞ্চলিকতাবাদ গোষ্ঠী পরিচিতির চেতনাকে পরিস্ফুট করে তোলে, তবে এই গোষ্ঠী পরিচিতি চরম বা চূড়ান্ত নয়, এর অস্তিত্ব নির্ভর করে কোন বিশেষ দাবীর অস্তিত্বের উপর, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'মাতৃভাষা সমীকরণ নীতি'। তবে এই দাবী অনিক, তা পূরণ হয়ে গেলে আন্দোলনের অস্তিত্বও বিলুপ্তির পথে যায়, আবার গোষ্ঠীচেতনার মানে এই নয় যে- গোষ্ঠীদের মধ্যে চিরকাল বৈর থাকবে, কর্ণাটকের হুসলি জেলার সীমানা নিয়ে মহারাষ্ট্র কারণী ভাষাভাষী নিয়ে বিরোধ থাকলেও যখন কেন্দ্রসরকার যদি সমস্ত রাজ্যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা চালু করার কথা ঘোষণা করেন তবে এই দুই বিরোধী নেতৃত্ব একত্র হয়ে এই নীতির বিরোধীতা করবেন, এ ক্ষেত্রে স্বার্থ প্রণোদিত, স্বার্থ পূরিত হলেই তা বিলোপের পথে যায়,

② আন্তঃ রাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ :-

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যখন কোন অসন্তোষ গড়ে ওঠে তখনই আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ বিকশিত হয়, কোন রাজ্য নিজের প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষ বা বঞ্চনার মনোভাব গ্রহণ করার কারণে উদ্বেগের সঞ্চার হয় তাতেই এ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে ওঠে, জলবন্টন নিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে, সীমানাবন্টন নিয়ে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে এই প্রকারের আঞ্চলিক রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে,

⊙ অন্তর্রাজ্যীয় আঞ্চলিকতাবাদ :-

কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে বঞ্চনার অনুভূতি অঞ্চলকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতায় ও আন্দোলনে নামতে বাধ্য করে। এই রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবি যারা অঞ্চলের জনগণকে আহ্বান রেখে আঞ্চলিক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং পরিচালনা করেন। এরাই এক বিশেষ ধরনের আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়, রাজ্যের মধ্যে বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় এই আঞ্চলিকতাবাদই হল অন্তর্রাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের লেপ্চা সুভাষ ঘিসিঙের নেতৃত্বে গোর্খাল্যান্ডের দাবীতে গোর্খাদের আন্দোলন, কেন্দ্রের সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের মানুষের ঐক্যমঞ্চ গঠনের দাবীতে আন্দোলন ইত্যাদি গঠনের আঞ্চলিকতাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে আঞ্চলিকতাবাদের স্বরূপ :-

গঠনের আঞ্চলিকতাবাদগুলি হয় মূলত: দুটি অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায়— ১) বঞ্চনার অনুভূতির প্রকাশ হিসাবে আঞ্চলিকতাবাদ :-

দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং অবহেলা বাস্তবিকই সত্য থাকলে মানুষের মনে বঞ্চনার অনুভূতি জাগে এবং তারই প্রকাশে গঠনের আঞ্চলিকতাবাদ চিহ্নিত হয়, এ আন্দোলন কখনো কখনো উগ্রনীতিবাদী আবার কখনো সন্ত্রাসবাদী পথ অবলম্বন করে স্বার্থসিদ্ধি দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে। উগ্রনীতিবাদী আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চল আন্দোলনকে, কিন্তু উভয়ের আন্দোলনে অনেকক্ষেত্রেই এটি সন্ত্রাসবাদী রূপ অবলম্বন করে। ভৌগোলিক দূরত্বের রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা, শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি, দেশে আঞ্চলিকতাবাদ উদ্ভবের মূলে সুযোগ করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির থেকে তুলনামূলক ভাবে বেশী সুযোগসুবিধা পাওয়ার ফলে তা সকল রাজ্যের ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অধিক উন্নতি হয়েছিল, স্বাধীনতার পরও প্রশাসনিক কাঠামোগত দুটি ছিল করায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সমস্যাসহ বঞ্চনার মনোভাব আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়, তাই আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ন দাবী, পাঞ্জাবে অহিন্দু বিরুদ্ধ বিদ্বেষ ও খালিস্তান দাবী, ত্রিপুরায় বাঙ্গালী বিদ্বেষী উপজাতিদের বিদ্রোহ, বিহারে ঝাড়খণ্ডীদের বিদ্রোহ, দার্জিলিঙে গোর্খাল্যান্ডের দাবী, কাশ্মীরে পণ্ডিতদের বিতাড়ন এবং কাশ্মীর মুসলিমরাষ্ট্র গঠনের দাবীতে উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ বিকাশ লাভ করেছে।

⊙ কেন্দ্র ভূমিকার প্রধান হিসাবে অঞ্চলবিভাগ :-

কেন্দ্রীয় ভূমিকার সাথে তার মূল পার্থক্য [illegible] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রক্রিয়া, [illegible], [illegible] সাথে, [illegible] ইতিহাস, [illegible] এবং [illegible] কথা উল্লেখ করেছেন [illegible] বিকাশে গতিশীলতা [illegible] তখন [illegible] থাকে, [illegible] প্রধান [illegible] ভাষা [illegible] ভূমি [illegible] ইতিহাস [illegible] আঞ্চলিক [illegible] সম্পর্ক [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible]

উদ্দেশ্য হিসেবে আঞ্চলিকতাবাদের প্রকাশ :-

আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের মূলত তিনটি লক্ষ্যে [illegible] হল অর্থনৈতিক অসমতা ও সাংস্কৃতিক লোপের দাবীতে আঞ্চলিকতাবাদ :-

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যখন অতিকেন্দ্রীকরণের ভেতর দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে [illegible] রাজ্যগুলি নিজেদের হাতে অর্থনৈতিক অসমতা ও সাংস্কৃতিক লোপের দাবীতে [illegible] হাতে তুলে [illegible] রাজ্যগুলির হাতে অর্থনৈতিক অসমতা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতার কারণে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় [illegible] রাজ্যগুলির অসমতা রাষ্ট্রনৈতিক [illegible] সম্পর্কের হাতে [illegible] করে। এখন থেকে তারা অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক অসমতা লোপের দাবীতে আন্দোলন [illegible] শুরু করে, বিশেষত প্রথম দিকে [illegible] হয়েছিল তা [illegible] বাড়তে থাকে। [illegible] দাবীতে, কাশ্মীরে, পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্ন [illegible] আঞ্চলিক [illegible] উঠতে থাকল।

ভূমিকা রাজ্য গঠনের দাবীতে আঞ্চলিকতাবাদ :-

ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংরক্ষণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে [illegible] বিভিন্ন [illegible]

প্রায়শই 'মূলরাজ্য' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'স্বতন্ত্র রাজ্য' গঠনের দাবী তুলে বিক্ষোভ
রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি গঠনের বহু আন্দোলনের যৌক্তিকতা কথা স্বীকার
করে তাদের ভিত্তিতে বম্বে, গোয়া, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মেঘালয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা,
পাঞ্জাব, অরুণাচল, মেঘালয় প্রভৃতি নতুন রাজ্যের জন্ম হয়েছে, তবুও বিচ্ছিন্নতার
দাবীর সীমানেই, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথক রাজ্যের
দাবীতে পৃথক বিহারে ঝাড়খণ্ডীরা, উত্তরপ্রদেশে উত্তরাখণ্ডীরা, কামতাপুর,
ও দার্জিলিঙে গোর্খাল্যান্ডের দাবীতে আঞ্চলিক দলগুলি আন্দোলন
চালাচ্ছে।

⊙ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে আঞ্চলিকতাবাদঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে,
আঞ্চলিক নেতাদের উস্কানীতে, ভারতভূমির শাসন, তার স্থিতিতার, এবং
অখণ্ডতার পরিপন্থী, ইহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ মদতে
দেশের বহু আঞ্চলিক দলই বর্তমানে ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র
রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছে, এদের মধ্যে উল্লেখ-
যোগ্য হল - তামিলনাড়ুর দ্রাবিড়ের আন্দোলন, ও খালিস্তানী আন্দোলন।

বস্তুতঃ আঞ্চলিকতাবাদ এমনই একটি সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতা
যা একদিকে প্রশংসনীয়, অন্যদিকে নিন্দার্হ; একদিকে তা বঞ্চনার প্রতিবাদে
আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে জনগণের অনগ্রসরতার রাজনৈতিক-সামাজিক ও
সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি সচেতনতার পরিচায়ক, আবার
কখনো তা অল্প জনগণকে সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির প্রলোভনে লুব্ধ করে
রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে দিকে থাকার জোরদার চেষ্টাটি, ;
বিশেষ করে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে মাঝে মাঝে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়ানিয়ে
দেয় ধর্মীয় আঞ্চলিকতাবাদী বুদ্ধিজীবী ধর্মোন্মাদেরা,
ধর্মের আড়ালে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার মূলমন্ত্রে প্রভুত্ব করে আঞ্চলিক
স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন অভ্যুত্থান, অসম, বিদ্রোহ, বৈষম্যমূলক আইনিক
দৃষ্টান্তের ফলে আজ স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হবার পরে ভারতের
ঘাড় জোর দাঁড়িয়েছে তাতে, জনগণের বিশ্বাস চরমে পৌঁছেছে, পরিস্থিতি
হীন অসমাহিত সত্যতার দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ এই ভিতরে গঠিত। আজ
দীর্ঘ, তিক্ত, তার ঘরেও শাসন, বাইরেও শাসন, কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদে আঞ্চলিক
মানুষেরা কখনো অহিংস, কখনো হিংস পদ্ধতিতে বারবার সংগঠিত করছে
অহিংস করছে, যে আঞ্চলিকতাবাদের সংস্কৃতি ও সমাজ (ইতিহাস) রক্ষার দুর্বল সত্যের দিক
তাই কখনো তা ইতিহাসের ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করে, কখনো দাবী সেই সমা
তাই কখনো কখনো তা ইতিহাসের ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করে, কখনো দাবী সেই সমা